১৯-০৪-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই এই দেহ-ভান ত্যাগ করো, আমি এতো ভালো, এতো ধনবান, এইসব ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভাবো" ।

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা বা ধারণার আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যকে অনেক উঁচু বানাতে সক্ষম হও ?

উত্তর :- প্রথম নিশ্চয়তাই হল আমরা আত্মা । এখন আমাদের এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজের মনকে এই দুনিয়ার নেশায় যুক্ত কোরো না । ২) শিববাবাই আমাদের পড়ান এবং তিনিই আমাদের সাথে করে নিয়ে যান, তাই তাঁর শ্রীমতেই আমাদের চলতে হবে । বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের এবং নিজেদের মিত্র-সম্বন্ধীদের কল্যাণ করতে হবে । যেইসব বাচ্চারা বাবার শ্রীমতে চলে না বা যাদের শিক্ষক বাবার উপর কোনো নিশ্চয়তা নেই তারা কোনো কাজের নয় । তারা এই পথে চলতে চলতে হারিয়ে যায় । তারা উঁচু ভাগ্য বানাতে পারে না ।

গীত - ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বসে থাকে এবং তারা জানে যে তারা বাবার সামনে বসে আছে । তারা জানে যে তারা কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী মিত্র বা সম্বন্ধীদের সামনে বসে নেই । তারা জানে যে আমরা বরাবর আমাদের অতি মিষ্টি বাবা যাঁকে আমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে স্মরণ করি, তাঁর সামনে বসে আছি । আমরা জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁর সন্তান হই । সন্ন্যাসীদের তো অনুসরণকারী তৈরী হয় । তারা বাড়িতেই থাকে । তাদের অনুসরণকারী বলা হয়,কিন্তু তারা অনুসরণ করে না । বাচ্চারা তোমাদের কিন্তু অনুসরণ করতে হবে । বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা, বাবা যেখানে যাবে আমরাও সেখানেই যাব । নিরাকার বাবা পরমধাম থেকে এখানে এসেছেন পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে । তিনি তো পতিত দুনিয়ায় পতিত শরীরেই আসবেন । শিক্ষক কি কখনো একজনকে পড়াবেন ? ভগবানুবাচঃ কেবল অর্জুনের প্রতি, এমন তো আর হয় না । বাচ্চারা জানে যে আমরা আত্মারা বাবার সামনে বসে আছি । আর কোনো সত্সঙ্গেই এমন করে বোঝানো হয় না । তোমাদের বোঝানো হয় যে তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই শরীরকে তো এখানেই ছাড়তে হবে, তাই দেহের ভান ত্যাগ করো । আমি খুব ভালো বা ধনবান, এইসব চিন্তা ত্যাগ করতে হবে । আমি আত্মা, এই কথা নিশ্চিত করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার সাথেই চলে যেতে হবে । শিববাবা বলেন যে আমার তো দেহের অভিমান নেই কারণ আমার নিজের কোনো দেহ নেই । তোমাদেরও প্রথমে এই দেহ অভিমান ছিলো না । তোমরা আত্মারা আমার কাছে ছিলে তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে এসেছ । তোমরা বলবে আমরা একসময় রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়ে ফেলেছি । এখন আবার তোমাদের মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । তোমাদের শরীরকে তো আর নিয়ে যাবো না । এই শরীর হল পুরানো তাই এই শরীরের অভিমান বুদ্ধির দ্বারা ছাড়তে হবে । গৃহস্থ জীবনেই তোমাদের থাকতে হবে । এ কোনো সন্ন্যাস বা মঠ নয় । তোমাদের নিজেদের সংসার সামলাতে হবে, সন্ন্যাসীরা তো সংসার ছেড়ে চলে যায় । বাবা কিন্তু বাচ্চাদের সংসার ছাড়তে বলেন না । বাবা বলেন যে তোমরা নিজেদের সন্তানদেরও মনে করাও যে শিববাবাকে স্মরণ করো । তাদের যদি এই কথা বোঝাতে থাকো তাহলে তাদেরও শিববাবার প্রতি

ভালোবাসা জন্মাবে । শিববাবা কতো মিষ্টি এবং প্রিয় । সবাইকে যদি তোমরা এখানে বসিয়ে দাও বাচ্চাদের কে সামলাবে । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা এখানে থাকতে থাকতেই শরীর ত্যাগ করে তারপর জন্মান্তর নিয়ে এখানেই আসে বাবার থেকে বর্সা নিতে, বাবার সাথে তাদের মিলনও হয় । আমরা যে আত্মা এই কথা নিশ্চিত হওয়া দরকার । আমাদের এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখানে আমাদের মনই লাগে না । আবার সন্ন্যাসীরা বলে আমরা ব্রহ্ম তত্বে লীন হয়ে যাব । জগতে অনেক মত মতান্তর আছে, এখানে এক বাবাই আছেন । বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । সত্যযুগে কিন্তু এইসব বিভিন্ন ধর্ম ছিল না । এখন সেই সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে । এখন আবার বাবার রিইনকারনেশন (পুনঃঅবতরণ) । তোমরাও আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছ। রিইনকারনেশন একজনের জন্যই বলা হয় । অনেক বাচ্চা এই কথা লেখে যে, বাবা আমাদের জীবনে খুব সুন্দর পরিবর্তন এসেছে । কখনো অবশ্য সমান্য ক্রোধ এসে যায় । হ্যাঁ বাচ্চারা, এমন তো হতেই পারে । রোগ কি কখনো সহজে দূর হয় ? সব গুণ একটু একটু করে দূর হতে হতে নির্গুণ হয়েছ । এখন আবার সর্বগুণবান হতে হবে । তোমরা অনেক সম্পদ প্রাপ্ত করতে পারো । ওখানে তো লোভের কোনো কথাই থাকে না । এখানে লোভের বশবর্তী হয়ে লোকে চুরি করে ফেলে । অফিসারদের গাফিলতির জন্য অনেক সময় সব্জির গুদাম খারাপ হয়ে যায় তখন তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । এখানে তো মানুষ অনেকসময় না খেয়ে থাকে । তোমরা জানো যে আমাদের শিববাবা পড়ান । যতক্ষন না কারোর এই নিশ্চয়তা আসে যে শিববাবা আমাদের পড়ান ততক্ষণ কাজের কাজ কিছুই হয় না । বাবা বোঝান যে এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে । আবার নতুন করে পবিত্র হচ্ছে । বাবার শ্রীমতে অবশ্যই তোমাদের চলতে হবে । নিজের মত প্রয়োগ করবে না । মিত্র সম্বন্ধীদেরও শ্রীমতের দ্বারা কল্যাণ করতে হবে । বাবাকে চিঠিও লিখতে হবে । শ্রীমত মেনে যদি চিঠি না লেখো তাহলে নিজের অকল্যাণ করবে । অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে চিঠি লেখে । বাবা তো শিক্ষক রূপে বসেই আছেন, তাই বাবাকে সব বলা উচিত । বাবা তোমাদের এমন চিঠি লিখতে শেখাবেন যে যারা পড়বে তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে । বাবা কোনো কিছু বারণ করেন না, তিনি বলেন আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মোহ ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করো । না হলে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম কিভাবে হবে । যারা শ্রীমতে চলে না তারা পরবর্তীকালে হারিয়ে যায় । ভাগ্যে না থাকলে এই পথে চলতে পারবে না । এমন অনেক পুরুষ এখানে আসেন যাদের স্ত্রীরা এখানে আসে না । মানেও না । শিববাবা বলেন, তোমরা দুর্বল । ওদেরও তোমরা বোঝাও । তোমরা তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আজ্ঞা পালন করবে । তোমরা তোমাদের স্ত্রীকেই বশ করতে পারো না তাহলে বিকারকে কিভাবে বশ করবে । তোমাদের দায়িত্ব হল স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখো আর ভালোবেসে বুঝিয়ে বলো । শাস্ত্রে এইসময়ের কথাই লেখা আছে । তোমরা ব্রাহ্মণরাও আগে বোকা ছিলে । এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছেন ।

তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর আগে শিববাবা এমনই অভিনয় করেছিলেন । তিনি এমনভাবেই তখন বুঝিয়েছিলেন আর ব্রহ্মাও এমনভাবেই জেনেছিলেন । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ । যারা খুব ভালোভাবে সেবার কাজ করবে তারাই ফরিস্থা হতে পারবে । যদি হিসাবপত্র থেকে যায় তাহলে কিন্তু সাজা খেতে হবে । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছ । শিববাবাই তোমাদের শোনান । এমন ভেবো না যে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের শোনান । শিববাবা বলেন বাচ্চারা, এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । তোমরা যদি আমার সঙ্গে যোগ লাগাও তাহলেই পবিত্র হতে পারবে । তোমরা এই কথাও জানো যে এখন সাজন তোমাদের নিতে এসেছেন এবং তিনিই তোমাদের পড়ান । কতো আশ্চর্যের কথা । তোমরা কতো সৌভাগ্যশালী তাই একের মতেই তোমাদের চলা উচিত, তাই না ? বলা হয়

তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ । আর আমি হলাম শ্রী-শ্রী । আমি তোমাদের শ্রী-শ্রী শ্রেষ্ঠ বানাই । শ্রেষ্ঠ দুনিয়াও আমিই বানাই । এখানে তো অনেক পতিত আছে যারা নিজেদের শ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন । তোমরা বিকাররূপী রাবণের উপর বিজয় পাও । তোমাদের আত্মা রূপী সূঁচে এখন জং ধরে গেছে । এখন চুম্বক এসে তা পরিষ্কার করে । পরিষ্কার হতে পারলেই বাবার সাথে যেতে পারবে তাই এই জং মুক্ত হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো । মায়েরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখে থাকেন । এ হলো স্বর্গ রূপী মাখন । দুই বিল্লি নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে, মাঝখান থেকে মাখন শ্রীকৃষ্ণই খেয়ে নেবে । শ্রীকৃষ্ণ কি একা রাজত্ব করবে ? তা নয় । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য চলতে থাকে । তারপর অন্য রাজাদের বংশ আসে । সেই রাজত্বও অনেকদিন ধরে চলতে থাকে । পরের দিকে প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব চলে ।

এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অভিনয় করতে পাঠিয়েছিলেন । স্বর্গে আমরা খুব সুখী ছিলাম । এই ২১ জন্মের বর্সা বা সম্পত্তির গায়ন ভারতেই গাওয়া হয় । এই কুমারীদের দ্বারাই তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকো । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন তবুও কোনো কোনো বাচ্চার ওপর থেকে দীর্ঘদিনের অপগুণ সহজে বের হতে চায় না । বাবা হলেন বড় সেনাপতি । বাবার সাথে ধর্মরাজও থাকেন । যদি শ্রীমতে না চলো তাহলে তাঁর ডান হাত ধর্মরাজও থাকেন । বাবার কাছে নবজন্ম নেওয়ার পর যদি বাবার কাছ থেকে সরে মৃত্যুর দিকে যায়, তাহলে কতো ক্ষতি করে ফেলে । শ্রীমতে না চললে তা মৃত্যুতুল্য । কতো বোঝানো হয় যে বুদ্ধির দ্বারা বোঝ যে বাবা আমরা আপনার । এইসময় দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি পাথরতুল্য । এই ব্রহ্মাবাবাও বলতেন,আমিও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছি, কিন্তু কিছুই জানতাম না । যদি কেউ বলে যে আমি এই শিক্ষা গুরুর থেকে পেয়েছি তাহলে গুরুর থেকে কি একজনই শিক্ষা পায় ? গুরুর অনুসরণকারী তো অনেকে হয় । যদি তারা গুরুর থেকে প্রকৃত শিক্ষাই পেয়ে থাকে তাহলে গুরুর উপাধিও তারাই পাবে । এই কথা অতুলনীয় । শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারাই শিক্ষা দেন, সবার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে আনতে হবে । একজনই হঠাৎ করে সবকিছু ছাড়িয়ে দেন । অনেক বাচ্চারা এমনই করেছে । পাকিস্তানে যখন ভাট্টি হত তখন কিভাবে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা হত । বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে বাবাই থাকে । আমরা পাকিস্তান সরকারকে বলতাম, ভালো সন্ধি পাওয়া যায় না । তখনই অফিসাররা বলে দিতেন যা পছন্দ নিয়ে যাও । বুদ্ধির তালা একমাত্র বাবাই খুলে দিতেন । কিছু তো সহ্য করতেই হতো । কুমারীরা কতো মারও খেতো । তারা কতো স্মরণ করত বাবাকে । বলতো, বাবা আপনি আশ্চর্য করে দেখালেন যে আমরা ঈশ্বরীয় লটারি পেয়েছি । বাচ্চাদের কত মিষ্টি হয়ে চলতে হবে,কত প্রেমের সাথে চলতে হবে । বাড়ির লোকেদেরও জাগ্রত করতে হবে । রচয়িতাই যদি না থাকে তাহলে এই রচনার কি অবস্থা হবে । এখানে সন্ন্যাসীদের এই অভিনয়ই ছিল, সেই সময় পবিত্রতার দরকার ছিলো । এই সম্পূর্ণ খেলাই বানানো আছে । সম্পূর্ণ রাজধানী এখানেই স্থাপন হচ্ছে । সত্যযুগে পতিতকে পবিত্র বানানো হয় না । এই সঙ্গম যুগ হলো বিখ্যাত । বাবা বলেন যে আমি আগেই বলেছিলাম কল্পে কল্পে আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । মানুষ যুগে যুগে কথা আর কচ্ছ, মচ্ছ ইত্যাদি অবতারের কথা লিখে দিয়েছে । মানুষ এই কথাকেই সত্য বলে থাকে । এ হলো রাবণ রাজ্য । সন্ন্যাসীরা সবসময় শান্তি চায় । তারা কখনো সুখ চায় না । তারা বলে সঠিক জ্ঞান নেই তাই এই দুনিয়াতে সুখ কোথায় । রাম যখন ছিলো তাহলে রাবণও ছিলো । কৃষ্ণ যখন ছিলো তখন কংসও ছিলো । আর স্বর্গে ছিল অপার সুখ । কৃষ্ণকে মানুষ কতো ভালোবাসে । তাঁকে তো স্বর্গেই পাওয়া যাবে । এখানে তো তোমাদের মনোকামনা পূরণ হয় । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাবার জন্য এই

পুরুষার্থ করাচ্ছেন । তাই বাবার সঙ্গে তোমাদের স্বচ্ছতার সম্পর্ক রাখতে হবে । কোনোকিছু লুকালে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে । বাবাকে না শোনানোর জন্য এই ক্ষতির পরিমাণ বাড়তেই থাকে । বাবা প্রতি পদে পদে রায় দেন তবুও যদি কেউ সেই কথা না শোনে তাহলে বাবা কি করবেন ।

বাবা বোঝান যে তোমাদের, এই ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে রাজকীয় ভাব আর বুদ্ধি থাকা দরকার । তোমাদের সমস্ত মানুষকে প্রেমের সঙ্গে বাবার পরিচয় দিতে হবে । জিজ্ঞেস করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি স্বর্গের রচয়িতা তাই স্বর্গের মালিকানার বর্সা বা সম্পত্তি তাঁরই দেওয়া উচিত । তোমাদের এই সম্পত্তি ছিলো, একসময় হারিয়ে ফেলেছিলে আবার তিনিই তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন । এখানে তোমাদের লক্ষ্যই হল লক্ষ্মী-নারায়ণ । বাবা তো অবশ্যই তোমাদের সত্যযুগের রাজ্য ভাগ্যই দেবেন । বাচ্চারা তোমাদের এই সেবা করতে হবে । সবাইকে ২১ জন্মের জন্য জীবন দান দিতে হবে । তোমরাই হলে মহান পুণ্য আত্মা । তোমাদের মতো পুণ্য আত্মা কেউই হতে পারে না । যেহেতু তোমরা পূণ্যের দুনিয়ার দিকে চলেছো তাই তোমাদের খুবই মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে । এনারা হলেন পতিত-পাবন বাবা আর দাদা । ইনিই বাচ্চাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন, এইসময়কে অতি নরক বলা হয় । এখানে কেবল দুঃখই দুঃখ । বাবা এসেছেন এই দুঃখধাম থেকে তোমাদের মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যেতে । আমরা এমন পারলৌকিক মাতা - পিতার থেকে সর্বদার জন্য সুখ পাবার জন্য মিলিত হতে এসেছি । এ হলো খুবই খুশীর কথা । তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে শিবালয় স্থাপনকারী ভোলানাথ ভাণ্ডারীর কাছেই আমরা যাই । স্মরণও কিন্তু সেই শিবকেই করতে হবে, তাঁর রথ অর্থাৎ আধারকে নয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সবসময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । কিছুই লুকানো উচিত নয় । খুবই রাজকীয়ভাবে আর বুদ্ধির দ্বারা চলতে হবে ।

২) ২১ জন্মের জন্য প্রত্যেককে জীবনদান দেবার সেবা করে পুণ্য আত্মা হতে হবে । আত্মারূপী সূঁচে যে জং লেগেছে তা স্মরণের যাত্রার দ্বারা দূর করতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের আলো হয়ে সেই জ্ঞান এবং যোগের শক্তিকে প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও ।

জ্ঞানী বা যোগী আত্মা তো তোমরা হয়েইছো এখন সেই যোগের শক্তিকে প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও । যেমন লাইটের দ্বারাই সাইন্সের সাধনের প্রয়োগ হয় । তেমনই সাইলেন্সের শক্তির আধারও এই লাইট । অবিনাশী পরমাত্ম লাইট, আত্মিক লাইট আর সাথে সাথে প্রাকটিক্যাল স্থিতিও লাইট । তাই যখন কিছু প্রয়োগ করতে চাও তখন দেখো যে তোমাদের মধ্যে সেই লাইট আছে কিনা ? যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট থাকে তাহলে প্রয়োগের সফলতা সহজেই হবে ।

স্লোগান :- জীবনমুক্ত অবস্থার অনুভব করার জন্য বিকল্প আর বিকর্ম থেকে মুক্ত হও ।